গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ১০ - ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জন্মশতবর্ষে
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"ফ্যাসিবাদ হল অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এতে জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে একই সঙ্গে থাকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার স্বার্থে বিজ্ঞানের কারিগরি দিককে গ্রহণ করার কর্মসূচি এবং সমস্ত রকম অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় উন্মাদনা ও ভাববাদী ভোজবাজিকে (idealistic jugglery) শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজের আনুষঙ্গিক কুফলগুলি থেকে পরিত্রাণের সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে পরিবেশন করার চেষ্টা। এই ভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি হল বৈজ্ঞানিক বা সত্যনিষ্ঠ চিন্তার সাথে অলীক চিন্তার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। এতে প্রকৃতি জগতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অন্য দিকে সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণায় অলীক চিন্তাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য হল

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাস্তব আড়াল করতে আরও একটি বুলিসর্বস্ব বাজেট

২০২৩-'২৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ১ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন,

দেশে ক্রমাগত বাড়তে থাকা তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত, দারিদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের দুরবস্থার কোনও প্রতিফলনই ২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে খুঁজে পাওয়া গেল না। কয়েকটি ক্ষেত্রে সামান্য বরাদ্দ বৃদ্ধি কিংবা ব্যক্তিগত করে প্রতীকী ছাড় অথবা আগামী এক বছর ধরে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিয়ে যাওয়ার সগর্ব ঘোষণা— এ সবগুলিই আসলে উৎকৃষ্ট প্রতারণা। কারণ, এই বরাদ্দ বৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির হারের তুলনায় অনেক কম। গত চার বছরে মূল্যবৃদ্ধির হার ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই সামান্য বরাদ্দ বৃদ্ধি জনগণকে সুরাহা দেওয়ার বদলে তাদের যন্ত্রণা বাড়াবে। বস্তুত, বিনামূল্যে রেশনের এই ঘোষণা থেকেই দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়।

বাজেট ভাষণে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের অর্থমন্ত্রী আগামী দিন সম্পর্কে বহু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। 'হতে পারে', 'করা যেতে পারে' ইত্যাদি নানা গতানুগতিক লব্জ আউড়েছেন। সরকারি প্রকল্পগুলির অযথা নতুন হিন্দি নামকরণ করেছেন এবং বিনিয়োগ শক্তিশালী করা ও পরিকাঠামো জোরদার করার অজুহাতে একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলিকে আগের মতোই আরও বেশি করে সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী যে সমস্ত বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সযত্নে সেগুলির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন অর্থমন্ত্রী। বাইরের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি ভারতীয় অর্থনীতির প্রতিরোধ ক্ষমতার গুণগান করেছেন। কিন্তু কী সেই ক্ষমতা তার কোনও প্রমাণ মেলেনি।

ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ও তার সঙ্গে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক মন্দা, ছাঁটাই ও কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ বিপুল বেকারত্বের সমস্যার কোনও উল্লেখই বাজেটে নেই। যেমন নেই ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, কৃত্রিম ভাবে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলির ঠগবাজি, ব্যাঙ্কগুলিতে বিপুল পরিমাণ অনাদায়ী সম্পদ (এনপিএ)— এসবের কোনও উল্লেখ। এশিয়ার সমস্ত দেশের মুদ্রার তুলনায় আজ যে ভারতীয় টাকার শক্তি সবচেয়ে দুর্বল, অর্থমন্ত্রী তাও উল্লেখ করেননি।

দেশে ভোগব্যয় বৃদ্ধির যে দাবি বাজেটে করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। কারণ প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে কেবল উচ্চ আয়ের কিছু মানুষেরই ভোগব্যয় বেড়েছে। এর উপর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং ব্যাঙ্ক-গ্রাহকদের ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি (৮৩.৫ ট্রিলিয়ন) টাকায় পৌঁছে যাওয়া থেকে স্পষ্ট যে, মাঝারি ও কম আয়ের পরিবারগুলি তাদের নিত্যপ্রয়োজন মেটাতে

দুয়ের পাতায় দেখুন

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং জীবন-জীবিকা-অরণ্য রক্ষার দাবিতে গঠিত হল আন্দোলনের সর্বভারতীয় সংগঠন

'বন সংরক্ষণ রুলস, ২০২২' বাতিল এবং 'অরণ্যের অধিকার আইন, ২০০৬' কার্যকর করা সহ দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার নানা দাবিতে গোটা দেশ থেকে আসা কয়েক হাজার আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও অন্যান্য অংশের খেটে-খাওয়া দরিদ্র মানুষ সমবেত হয়েছিলেন পুরুলিয়ায়। সেখানে এমএসএ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৩-৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন।

একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থবাহী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের অরণ্যসম্পদ একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে জঙ্গল লাগোয়া জমি, বসতি থেকে বনবাসী দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। 'অরণ্যের অধিকার আইন, ২০০৬' থাকা সত্ত্বেও 'বন সংরক্ষণ রুলস, ২০২২' তৈরি করেছে যা চালু হলে নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস হবে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত এবং বংশ পরম্পরায় অরণ্যের জমি ও অন্য জমিতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হবে। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি। আন্দোলনের চাপে রাজ্য স্তরে আদায় হয়েছে বেশ কিছু দাবি।

৩ ফেব্রুয়ারি স্লোগান মুখরিত একটি মিছিল জুবিলি ময়দান থেকে শুরু হয়ে এমএসএ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছয়। সেখানে সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত লেখক সারদাপ্রসাদ কিস্কু। প্রকাশ্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক অনাদি প্রসাদ মাজি। উপস্থিত ছিলেন সিদো-কানহু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক সুবল চন্দ্র দে, প্রখ্যাত লোকগায়ক পদ্মশ্রী মধু মনসুরি, ডাইন-বিরোধী আন্দোলনের নেতা, সাহিত্যিক গোমস্তাপ্রসাদ সরেন, সংগঠনের উপদেষ্টা স্বপন ঘোষ প্রমুখ।

বক্তারা উপস্থিত হাজার হাজার মানুষকে সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। গ্রামস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত গণকমিটি গঠন করে বনবাসী খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থে আন্দোলন জোরদার করার কথা বলেন। প্রতিনিধি অধিবেশন হয় ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি। সেখানে প্রস্তাবগুলির উপর দীর্ঘ আলোচনার পর ৪২ সদস্যের সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে শম্ভুনাথ নায়েক এবং বিসম্বর মুড়া।

পুরুলিয়ার এমএসএ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সম্মেলনের প্রতিনিধিরা

সম্মেলন থেকে নির্বাচিত সর্বভারতীয় কমিটির সদস্যরা

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়াকে কার্য-কারণ সম্পর্ক যাচাই-এর বৈজ্ঞানিক পথ থেকে অন্ধবিশ্বাস, পূর্বধারণা ও কুসংস্কারের চোরাপথে চালিত করা এবং তার দ্বারা শেষপর্যন্ত সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টি করা। অবৈজ্ঞানিক, অলীক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফ্যাসিবাদ সমাজবিজ্ঞানের শ্রেণিসংগ্রামের নিয়মকে সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসাবে দেখতে অস্বীকার করে এবং তার পরিবর্তে শ্রেণিসংহতি ও শ্রেণিসমন্বয়ের তত্ত্বকে সৃষ্টি করে। এই ভাবে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিতে প্রাধান্য পায় শ্রেণিবহির্ভূত অথবা শ্রেণিউর্ধ্ব চিন্তাভাবনা।

জাতীয় উন্মাদনা সর্বদাই বুর্জোয়াদের হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র— যার দ্বারা তারা জনমানসকে শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শ এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে। ফ্যাসিস্টরা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এর পূর্ণ সদব্যবহার করে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়ারা যে প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদ প্রচার করে, তা এবং জনসাধারণের দেশপ্রেম, এ দু'টি এক জিনিস নয়। বিষয়বস্তু ও চরিত্র, দু'দিক থেকেই এরা ভিন্ন। জনসাধারণের দেশপ্রেমের সঙ্গে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের কোনও বিরোধ নেই, বরং বর্তমান যুগে কেউই প্রকৃত দেশপ্রেমী হতে পারে না, যদি না সে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়। কিন্তু

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান

৫ আগস্ট ২০২৩, কলকাতা

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। তা ছাড়া যেখানে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ বিশ্ব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনমাত্র এবং মানুষের দেশপ্রেমের আবেগকে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে শোষকের হাতে হাতিয়ার, সেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত দেশপ্রেমের ধারণা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে শোষিত জনগণের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। যেখানে সমাজপ্রগতির পথে বাধা যে পুরাতন-পচাগলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থান্বেষী বুর্জোয়া উদ্দেশ্য থেকে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হয়, সেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শে বলীয়ান দেশপ্রেম মানুষের প্রতি প্রকৃত ভালবাসার উৎস থেকে উৎসারিত হয় এবং সমাজপ্রগতির পথে সমস্ত বাধাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অতএব ফ্যাসিবাদ মানুষের প্রকৃত দেশপ্রেমের অনুভূতিকে সহ্য করতে পারে না।

শ্রেণিসংহতি, শ্রেণিঐক্য, শ্রেণিউর্ধ্ব জাতীয় স্বার্থের যে ধারণাকে ফ্যাসিবাদীরা প্রচার করে, সাধারণ মানুষের সামনে তাকে তারা এক বিশেষীকৃত রূপে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করে। তাই ফ্যাসিবাদ কখনও কখনও অতিমানবের ধারণার প্রচার করে, যে অতিমানব হচ্ছে জাতীয় ইচ্ছা ও স্বার্থের মূর্তরূপ। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, পুঁজিবাদ তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বে যে ঈশ্বরচিন্তা ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল, আজ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার দিকেই আবার ঝুঁকছে এবং তাকে অবলম্বন করেই টিকে থাকার চেষ্টা করছে।"

(সময়ের আহ্বান ঃ রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড)

জীবনাবসান

এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিম মেদিনীপুর (উত্তর) সাংগঠনিক জেলার খড়্গপুর লোকালের প্রবীণ কর্মী কমরেড বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী (বি আর মুখার্জী) ১৯ জানুয়ারি কলকাতার গার্ডেনরিচ রেলওয়ে হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

কমরেড বিশ্বরঞ্জন মুখার্জী পারিবারিক সূত্রেই দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর দাদা কমরেড চিত্তরঞ্জন মুখার্জী দুর্গাপুরে দলের কর্মী ছিলেন। প্রয়াত কমরেড বাদশা খানের সাথে তিনিই যোগাযোগ করিয়ে দেন ভাইকে। ক্রমে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন কমরেড বি আর মুখার্জী। ৭০-এর দশকের গোড়ায় তিনি রেলের চাকরি নিয়ে খড়্গপুরে এলে সেখানে দলের তৎকালীন সংগঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। পরবর্তীকালে খড়্গপুরে সংগঠন গড়ে তোলায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে রেল কর্মচারীদের মধ্যে এবং বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে দলের আদর্শকে নিয়ে যেতেন। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই ধর্মঘটের প্রস্তুতি পর্বে দলের তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের নেতৃত্বে দিল্লিতে রেল ধর্মঘটের সর্বভারতীয় কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠনের জন্য মিটিংয়ে কমরেড বি আর মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। ধর্মঘট চলাকালীন রেল কর্মচারীদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে ধর্মঘটের সংগঠক হিসেবে সরকার তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেয়। জরুরি অবস্থা শেষ হলে তিনি চাকরি ফিরে পান। চাকরি ফেরানো হলেও পরবর্তীকালে কমরেড বি আর মুখার্জীর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বাধা দিতে কর্তৃপক্ষ বহুবার তাঁকে বদলি করেছে। কিন্তু যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই দলের কাজকর্ম বিস্তারে ভূমিকা নিয়েছেন। স্ত্রী এবং কন্যাকে দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধকরার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। বয়সে অনেক বড় হয়েও দলের লোকাল কমিটিতে জুনিয়রদের নেতৃত্ব হাসিমুখে মেনে নিয়ে তিনি বরাবর কাজ করেছেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতার জন্য তিনি দলের মধ্যে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধার আসন অর্জন করেছিলেন। পুরোপুরি শয্যাশায়ী হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি দলের মুখপত্র গণদাবী সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা নিয়মিত তাঁর পরিচিত মহলে পৌঁছে দিতেন। অবসর গ্রহণের পর থেকেই তিনি খড়্গপুর শহরে বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে দল একজন নিষ্ঠাবান কমরেডকে হারাল, এলাকার জনসাধারণ হারাল তাঁদের এক অত্যন্ত প্রিয়জনকে।

হাসপাতালে কমরেড বি আর মুখার্জীর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রঞ্জিত গুপ্ত, বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড গৌরীশঙ্কর দাস, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষে কমরেড সুনীতা গুপ্ত, কমসোমলের পক্ষে কমরেড ধ্রুবজ্যোতি প্রামাণিক এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন।

কমরেড বি আর মুখার্জী লাল সেলাম

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে অর্থ বরাদ্দের দাবিতে

বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান'-এর জন্য বহু প্রতীক্ষিত বরাদ্দ এ বারও কেন্দ্রীয় বাজেটে হল না। এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ঘাটালে প্রতিবাদ মিছিল ও বাজেটের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। প্রতিলিপিতে আগুন দেন কমিটির সহ সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী।

কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতি বলেন, কয়েক মাস আগে 'ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটি'র ছাড়পত্র দেখিয়ে কেন্দ্রীয় শাসক দলের রাজ্য সভাপতি থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ঘাটালে এসে শোরগোল ফেলে দেন, মাস্টার প্ল্যানে অর্থমঞ্জুর হয়ে গেছে, কাজ শুরু অপেক্ষা মাত্র। অথচ কোনও বরাদ্দ ঘোষণাই হল না। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অতি দ্রুত অর্থ মঞ্জুর করার দাবি করছি।

সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি সহ বিধানসভার সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল দিল্লিতে পাঠানো ও রাজ্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করে শিলাবতী এলাকায় নদী ও খাল সংস্কারে হাত দেওয়ার দাবিতে ৫ ফেব্রুয়ারি ঘাটাল যোগদায় বন্যায় ভুক্তভোগী মানুষের তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা।

পাঁচের পাতায় দেখুন

আরও একটি বুলিসর্বস্ব বাজেট

একের পাতার পর

টাকা ধার করতে বাধ্য হচ্ছে যাকে বলা হয় ঋণ-তাড়িত বৃদ্ধি। সাধারণ মানুষের রোজগারের রাস্তাগুলি ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাওয়াই এর কারণ। দেখা গেল, বাজেট-ঘাটতি মেটাতে সরকার ১৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিদেশি ঋণের উপর ভরসা করেই বসে আছে। জানা যাচ্ছে বর্তমানে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ১৫৫.৩১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাঁধে রয়েছে ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩৭৩ টাকার ঋণের বোঝা। সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট দেখিয়েছে, ২০১৭ থেকে ২০২১-এর মধ্যে মাত্র একজন বহুকোটিপতি গৌতম আদানির ঘুরপথে মুনাফা (আনরিয়ালাইজড গেন)-এর উপর কর বসালেই ১.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব। দেশের ১০ জন সবচেয়ে ধনী বহুকোটিপতির উপর একবারের জন্য মাত্র ৫ শতাংশ কর বসালেই ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বাজেটে কর থেকে আসা রাজস্ব বৃদ্ধি নিয়ে ঢাক পেটানো হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, ২০২১-'২২-এর জিএসটি বাবদ মোট ১৪.৮৩ লক্ষ কোটি টাকার ৬৪ শতাংশই এসেছে দেশের জনগণের সবচেয়ে নিচে থাকা ৫০ শতাংশের কাছ থেকে এবং সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষ দিয়েছে এর মাত্র ৩ শতাংশ। অনেক বৃহৎ পুঁজিপতিই জিএসটি ফেরতের সুবিধা (ক্রেডিট ইনপুট বেনিফিট) শেষ ধাপের ক্রেতাদের না দিয়ে নিজেদের পকেটে পুরেছে। তা সত্ত্বেও এই বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্য আরও অনেক ছাড়ের কথা ঘোষণা হতে বাকি আছে।

ফলে এ কথা স্পষ্ট যে, বাজেট পেশের এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান বাস্তবিকই একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। জনগণের জীবনের কোনও সমস্যাই বাজেটের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রশস্তির প্লাবন, জটিল অর্থনৈতিক পরিভাষা ও গালভরা ভাষণের আড়ালে শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস এবং জনস্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী বিজেপি সরকারের চরম অপদার্থতাকে আড়াল করার চেষ্টা করার দলিল হল এই কেন্দ্রীয় বাজেট।

কেন্দ্রীয় বাজেট

শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীল নক্সা

১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা সার্বিকভাবে গরিব মানুষের স্বার্থবিরোধী। অন্যদিকে এই বাজেট কর্পোরেট স্বার্থের অনুকূলে হওয়ায় কর্পোরেট মালিকদের মধ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেছে। দু'হাত তুলে তারা বিজেপি সরকারকে আশীর্বাদ করছে। নির্লজ্জ প্রচারমুখী মোদি সরকারের এই বাজেট নানা কথার ফুলঝুরির আড়ালে প্রতারণা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ভরা। সমাজের নানা অংশের গরিব মানুষ এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। সামগ্রিক বাজেটের সাথে শিক্ষা বাজেটের সুরে কোনও পার্থক্য ঘটেনি। মোট প্রায় ১.১২ লক্ষ কোটি টাকার শিক্ষা বাজেট গত বছরের বাজেট ১.০৪ লক্ষ কোটির তুলনায় ৭ শতাংশ বেশি, এই প্রথম ১ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি ছাড়িয়েছে ইত্যাদি বলে সরকার ও শাসক দলের তরফ থেকে প্রবল হৈ চৈ করা হচ্ছে। শাসক ঘনিষ্ঠ মিডিয়াতে ফলাও করে প্রচার করে বলা হচ্ছে, কোভিডের জন্য দু'বছরে শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য নাকি এই বাজেট। এই প্রচার যে কত সারবত্তাহীন তা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে।

প্রথমত, ১ লক্ষ কোটি টাকার গণ্ডি পারের গল্প কেবল এ বছর নয়, গত বছরও শোনানো হয়েছিল। কিন্তু গত বছরের ১.০৪ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট সংশোধিত হয়ে কমে ০.৯৯ লক্ষ কোটিতে দাঁড়ায়। এ বারেও সেই প্রকৃত বাজেট আরও কোথায় নেমে দাঁড়াবে তার হিসাব পরে মিলবে। ফলে এই গণ্ডি অতিক্রমের প্রচারের সম্মুখীন আমরা আবারও হতে পারি। দ্বিতীয়ত, বর্তমানের ৭ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনা করলে বাজেট ৭ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সহজ পাটিগণিতের হিসাবে তা হবে ১.০৪ লক্ষ কোটি টাকাই। ফলে শিক্ষায় কি বাজেট বৃদ্ধি হল?

এখন আসা যাক, শিক্ষা বাজেট কী হওয়া উচিত, মোট বাজেটের কত শতাংশ বরাদ্দ করা উচিত বা জিডিপি-র কত শতাংশ এই খাতে খরচ করা উচিত সেই সব প্রশ্নে। স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় স্তরে যত শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে শিক্ষায় সরকারি আর্থিক দায় সম্পর্কে তাদের সকলেরই সুপারিশ ছিল, কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করতে হবে। জিডিপি-র ক্ষেত্রে তাদের সুপারিশ ছিল ৬ শতাংশ। এটা বাস্তব যে, কোনও কেন্দ্রীয় সরকার, অতীতের কংগ্রেস বা বর্তমান বিজেপি, কেউই তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি। বিজেপির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ চালু করতে গিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা করেছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদিজি গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লার মঞ্চ থেকে ভাষণে বলেছিলেন, 'দেশ গর্বিত এমন একটা জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করার জন্য'। শিক্ষানীতির নথি বলছে, 'এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, ভারতে শিক্ষার

সাতের পাতায় দেখুন

ভয়াবহ বেকারত্বে বিপর্যস্ত দেশ

অথচ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ কমাল বিজেপি সরকার

এ যেন সেই 'শিবঠাকুরের আপন দেশে/আইন-কানুন সর্বনেশে'-এর জবরদস্ত উদাহরণ। বেকার সমস্যায় জেরবার দেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার বদলে এবারের বাজেটে গ্রামীণ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বরাদ্দ ছাঁটাই করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

বেসরকারি হিসাবে দেশে বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর খোদ সরকারি হিসাবে ২০২২-এর ডিসেম্বরে বেকারত্বের হার ১৬ মাসের রেকর্ড ভেঙে পৌঁছেছে ৮.৩ শতাংশে। সদ্য পার হয়ে আসা বছরটিতেই দু-দু'বার কর্মপ্রার্থী যুবসমাজকে দেশ জুড়ে একটানা বিক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখেছে মানুষ। একবার রেলে নিয়োগের পরীক্ষা বাতিলের বিরুদ্ধে, আরেকবার সেনাবাহিনীতে ঠিকা-সেনা নিয়োগে 'অগ্নিপথ' প্রকল্প ঘোষণার প্রতিবাদে।

মানুষ আশা করেছিল, বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থানের মতো কান-ফাটানো নানা অলীক প্রতিশ্রুতি, যা ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহচরদের মুখ থেকে বারবার শুনতে হয়েছে, তার বদলে এবারের বাজেটে বেকার যুবকদের কাজের কার্যকরী কিছু ব্যবস্থার কথা শোনা যাবে। কিন্তু তার বদলে দেখা গেল, একশো দিনের কাজের প্রকল্প, যা আকালের এই বাজারে এখনও বহু মানুষের রোজগারের একমাত্র ভরসা, তাতে বরাদ্দ বিপুল পরিমাণ কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ৬০ হাজার কোটি টাকা। অথচ গত বছরে এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৮৯ হাজার কোটি টাকা। এ থেকে আবার বকেয়া মজুরি মেটাতেই চলে যাবে ২৫ হাজার কোটি। অর্থাৎ এই প্রকল্পে নতুন কাজ সৃষ্টির জন্য বাস্তবে বরাদ্দ থাকল মাত্র ৩৫ হাজার কোটি টাকা!

এই প্রকল্প প্রথম থেকেই মোদি-সরকারের অপছন্দের। বিজেপি সরকার 'চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব'-এর অনুগামী হয়ে বরাবরই বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে কাজের বাজার খুলে দেওয়ার কথা বলে দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য সুদ-ছাড়, ঋণ-অনুদান ও ব্যাপক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। মোদি সরকারের গত ১০ বছরের ইতিহাস সাক্ষী, সেই পথে হেঁটে পুঁজিমালিকদের দেদার মুনাফা পাইয়ে দেওয়া গেলেও বেকার সমস্যা ক্রমাগত বিপুল আকার নিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাতে খরচ করার মতো টাকা এতটাই কমে গেছে যে, অর্থনীতি সচল রাখতে অতি-অপছন্দের এই একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বারবার মোদি সরকার বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বেশি খরচ করতে বাধ্য হয়েছে। গত বছরের বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ কমানো হলে খোদ বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই সরকারকে উল্টো চাপ দেয়, যাতে চাহিদা কম হওয়ার দরুণ বাজারে যে দারুণ মন্দা চলছে, তা আরও বেড়ে না যায়। ফলে চলতি আর্থিক বছর ২০২২-'২৩-এ একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ ছাপিয়ে সরকারকে খরচ করতে হয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও এ বছর একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বরাদ্দ বিপুল কমিয়ে দিল বিজেপি সরকার। অবশ্য এবারেও বেসরকারি বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং তার ফলে বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা বড় গলা করে বলতে ভোলেননি অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে। কিন্তু অর্থনীতির এই মন্দা দশায় কীভাবে বাড়বে বেসরকারি বিনিয়োগ, আর যদি তা বাড়েও তাহলে 'অটোমেশন'-এর এই যুগে কোন উপায়ে তাতে বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে—সে সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

মানুষও বুঝেছে, কেন্দ্রের চরম জনস্বার্থবিরোধী বিজেপি সরকারের বাজেটে জনস্বার্থবাহী কোনও নীতি আশা করাই বাতুলতা। প্রাপ্য বুঝে নিতে হলে পথে নামতে হবে। হাঁটতে হবে সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলনের পথ ধরে।

স্বাস্থ্যে চরম অবহেলা কেন্দ্রীয় বাজেটে

গত অর্থবর্ষে স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির যত শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেই নিরিখে এ বছর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটে তা আরও কমানো হয়েছে। অথচ সরকার নিজেই বলছে এবার দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬ থেকে ৬.৮ শতাংশ এবং বর্তমানে ভারত জিডিপির নিরিখে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। সামগ্রিক বাজেটের নিরিখে ধরলে গত বছর যেখানে সমগ্র বাজেট ছিল ৪১.৯ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল ৮৬,২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য বাজেট ছিল মূল বাজেটের ২.০৫ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র বাজেট হল ৪৫.০৩ লক্ষ কোটি টাকা এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৮৮,৯৫৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ স্বাস্থ্য বাজেট মোট বাজেটের ১.৯৭ শতাংশ, যা জিডিপির হিসেবে অতি নগণ্য অংশ। যেখানে বর্তমানে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে জিডিপি-র ৯ শতাংশ, জাপান, ফ্রান্সের মতো দেশে ১০ শতাংশ, এমনকি আমেরিকার মতো দেশে ১৬ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে স্বাস্থ্যখাতে। শুধু অঙ্কের হিসাবে দেখলেও এই বাজেটের সামগ্রিক পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে যৎসামান্য। ঢাক ঢোল পিটিয়ে দেখানো হচ্ছে, গতবারের তুলনায় ১২.৬ শতাংশ বেশি। অথচ এই সময়ে টাকার যা অবমূল্যায়ন হয়েছে এবং জনসংখ্যা যা বেড়েছে তা অঙ্কের নিয়মে ধরলেও এ বছরের বাজেটে গতবারের চেয়েও ৬ শতাংশ কম বরাদ্দ করা হয়েছে। যেখানে এ বছর মিলিটারি বাজেট বাড়ানো হয়েছে ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকা, যা সমগ্র স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের জন্য ব্যয় বরাদ্দের দ্বিগুণ।

উপরন্তু বরাদ্দকৃত বাজেটের একটা বিপুল অংশ রয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত নয়। শিক্ষা, জল, স্যানিটেশন, গবেষণা, ফার্মা ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়গুলিতেই বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৫৭টি নার্সিং কলেজ এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং সেন্টার তৈরির কাজে একটি বিরাট অংশ খরচ হবে। ফলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের বুনিয়াদি পরিষেবাগুলির জন্য অল্পই অবশিষ্ট থাকবে। অর্থাৎ প্রাথমিক, মধ্যম ও টার্সিয়ারি পরিষেবাগুলি ভীষণভাবে মার খাবে। মার খাবে প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিগুলি। বর্তমানে যেখানে অসংক্রামক রোগ ভীষণভাবে বাড়ছে এবং মোট মৃত্যুর প্রায় ৭০ শতাংশই ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ইত্যাদি রোগের ফলে ঘটে থাকে, সেখানে এই সব রোগের বিরুদ্ধেপ্রতিরোধমূলক খাতে বরাদ্দ কমালে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়। অন্য দিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এইমস মানের যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা হচ্ছিল সেই খাতে বরাদ্দ ৯৪১১ কোটি থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৩৩৬৫ কোটি। অর্থাৎ কমানো হয়েছে ৬৪ শতাংশ। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ বিশ বাঁও জলে। অথচ এগুলি থেকে সাধারণ মানুষ উন্নতমানের চিকিৎসা পেতে পারতেন। করোনার মতো মারণ রোগ প্রতিরোধের জন্য গত বছর ব্লক স্তরে পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল। এ বছর সেই খাতেও ৫ শতাংশ বরাদ্দ কমানো হয়েছে। ন্যাশনাল হেলথ মিশনের যেসব কর্মসূচিগুলি চলছে, কমানো হয়েছে তার বরাদ্দও। কিউরেটিভ কেয়ার সম্পর্কে বাজেটে বিশেষ কিছু বলাই হয়নি।

অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মানুষের জীবন-মরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত দৈনন্দিন প্রক্রিয়ায় যতটুকু খরচ আগে করা হত, এ বছর সেইসব খাতের বরাদ্দ ভীষণভাবে কমানো হয়েছে। যতটুকু বরাদ্দ হয়েছে তা কার্যত বিমানির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিমা কোম্পানিগুলির পকেট ভরানোর জন্যই। স্বাস্থ্যের মৌলিক কাঠামো এবং জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিতে জোর না দিয়ে কার্যত সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পঙ্গু করার চেষ্টা হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের চিকিৎসা খরচ বাড়বে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমিছিল লম্বা হবে। পকেট ভরবে বিমা কোম্পানির এবং কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের।

প্রবীণদের জন্য রেল কনসেশনের দাবি

অতিমারির সুযোগ নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ প্রবীণদের রেল কনসেশন তুলে দিয়েছিল। বর্তমানে রেলের আয় বেড়েছে এবং এ বারের বাজেটে রেলের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা বললেও প্রবীণদের ভাড়ায় ছাড় ফিরিয়ে আনার কথা বলা হয়নি।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ-র রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে দাবি করেন, শিক্ষক সহ সমস্ত প্রবীণদের জন্য আগের মতোই ৫০ শতাংশ হারে রেল কনসেশন দিতে হবে।

মালদায় মোটরভ্যান চালকদের আন্দোলন

মালদা জেলায় সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত মোটরভ্যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি

করেছে প্রশাসন। মালদা শহরের মূল কেন্দ্র রথবাড়ি দিয়ে মোটরভ্যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ বেশ কিছু মোটরভ্যান আটক করে রেখেছে। এই অবস্থায় মালদা জেলার মোটরভ্যান চালকদের জীবন জীবিকা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন ডি এম ডেপুটেশনের ডাক দেয়। ৩০ জানুয়ারি পল্লীশ্রী মাঠ থেকে দেড় হাজারের বেশি মোটরভ্যান চালক লড়াইয়ের উত্তাপে বলীয়ান হয়ে মিছিল করে ডি এম অফিসের সামনে উপস্থিত হন। ডি এম অনুপস্থিত থাকায় দাবিপত্র জমা দিয়ে চলে যেতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দলকে বলা হয়। কিন্তু প্রতিনিধিরা অনড় থাকায় অবশেষে এডিএম (জি) প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় মোটরভ্যান চলাচলে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও আটক করা মোটরভ্যান ছাড়ার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। ইউনিয়নের রাজ্য সম্মেলন সফল করার জন্য ও তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে নেতৃবৃন্দ সকলের কাছে আহ্বান জানান। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য সহ সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, জেলা সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে অংশুধর মণ্ডল ও কার্তিক বর্মন, রাজ্য কমিটির সদস্য লক্ষ্মণ মণ্ডল, মেসের আলি, খৈলানু রায় ও স্বপন রাজবংশী।

উত্তর দিনাজপুরে মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুর জেলার মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশির ধরপাকড় ও হয়রানির প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি ডিএম এবং এসপির কাছে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলে দেড় হাজারেরও বেশি মোটরভ্যান চালক অংশগ্রহণ করেন। নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত সাহা এবং জেলা সম্পাদক গোপাল দেবনাথ সহ অন্যরা।

বিদ্যুৎকর্মীদের আলোচনা সভা

অল ইন্ডিয়া পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এআইইউটিইউসি-র প্রয়াত সভাপতি এবং এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ২৯ জানুয়ারি কলকাতার তারাপদ মেমোরিয়াল হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টন কোম্পানিতে এআইইউটিইউসি পরিচালিত ইউনিয়নগুলির অন্তর্ভুক্ত কর্মী ও সংগঠকরা আলোচনা সভায় উপস্থিত হন।

আলোচক ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ কর্মীদের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন।

রাজ্য সরকারি কর্মীদের আন্দোলনের দাবিগুলি মেনে নিন

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্য সম্পাদকের

মহার্ঘ ভাতা ও স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে শহিদ মিনার ময়দানে সরকারি কর্মীদের লাগাতার ধরনাকে সমর্থন জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীকে ৬ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে অবিলম্বে আন্দোলনের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

চিঠিতে তিনি বলেন, গত ১১ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্তরের সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার, নার্স সহ ৩৪টি সংগঠনের পক্ষ থেকে শহিদ মিনারের প্রাঙ্গনে, বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা এবং সর্ব স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সরকারি দপ্তর সমূহে শূন্যপদে স্বচ্ছ ও স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। ২৭ জানুয়ারি গণছুটি ও ১ ফেব্রুয়ারি কর্মবিরতি সফল হয়েছে। অথচ এখনও রাজ্য সরকার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এই প্রসঙ্গে তিনি সিপিএম সরকারের আমলেও ডিএ-র মাত্রাহীন বঞ্চনা যে পাহাড়প্রমাণ হয়ে উঠেছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিগত সরকারের আমলের ডিএ-র বঞ্চনার ধারাবাহিকতাই শুধু রক্ষা করেনি, তা দয়ার দানে পরিণত করেছে। বেতন কমিশনের সুপারিশকে প্রকাশ না করে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এবং নজিরবিহীন কাজ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ডিএ না দেওয়ার পক্ষে আপনার মন্ত্রী অসত্য ভাষণ করে চলেছেন। প্রতিবাদী আন্দোলনকে দলীয় রঙ দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে এ কথা বলা যায়, নানা ছল ছুতো করে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ডিএ-র দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে চাইছে শুধু নয়, বিভিন্ন আদালতে জনসাধারণের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করে চলেছে এই অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

তিনি বলেন, অবিলম্বে রাজ্য সরকারি কোষাগারের বেতনভোগী সকল কর্মচারীর ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে এবং রাজ্যব্যাপী লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ স্বচ্ছ ভাবে পূরণ করতে হবে।

জনস্বাস্থ্যের দাবিতে তমলুকে অবস্থান

৩ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তমলুক হাসপাতাল মোড়ে বিক্ষোভ অবস্থান হয়। হাসপাতালের আউটডোর ও ইন্ডোরে প্রতিদিন এক্স রে, ইউএসজি-র ব্যবস্থা, ডাক্তার-নার্স সহ কলেজ ও হাসপাতাল পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নতি প্রভৃতি দাবিতে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।। অধ্যক্ষ দাবিগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন। বক্তব্য রাখেন মোজাফফর আলি খান, জগদীশ মাইতি, তপন ঘড়া, শঙ্কর দলুই প্রমুখ। ডেপুটেশনে

নেতৃত্ব দেন ডাঃ রমেশচন্দ্র গিরি, ডাঃ জয়দেব ঘড়া, রামচন্দ্র সাঁতরা ও প্রণব মাইতি।

এ আই ডি এস ও-র বারুইপুর জেলা সম্মেলন

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনুষ্যত্ব রক্ষার লক্ষ্যে ১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হল এআইডিএসও-র বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা দশম ছাত্র সম্মেলন।

দুই শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে জয়নগর মজিলপুর রূপ ও অরূপ মঞ্চে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড নন্দ কুন্ডু। সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন করেন এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন কমরেড নন্দ কুণ্ডু, কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ডাঃ সামস মুসাফির, কমরেড সুশান্ত ঢালী, এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কমরেড শুভেন্দু মণ্ডলকে সভাপতি এবং কমরেড ঋতুপর্ণা প্রামাণিককে সম্পাদিকা করে ১৮ জনের জেলা কমিটি এবং ৪৩ জনের জেলা কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে এ আই এম এস এস-এর সম্মেলন

বাঁকুড়া ঃ এআইএমএসএস-এর ষষ্ঠ জেলা সম্মেলন ৩১ জানুয়ারি বাঁকুড়া শহরে অনুষ্ঠিত হল (ছবি)। তামলিবাঁধ বাসস্ট্যান্ড থেকে প্ল্যাকার্ড, ব্যানারে সুসজ্জিত দেড় শতাধিক মহিলার মিছিল শহর পরিক্রমা করে ধর্মশালাতে পৌঁছয়। নারী নির্যাতন, খুন-ধর্ষণ, বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন, দুয়ারে মদ প্রকল্প বন্ধ, নারী ও শিশু পাচার, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে স্লোগানে মুখরিত ছিল এই মিছিল।

প্রতিনিধি সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। সভা পরিচালনা করেন জেলা সভানেত্রী কমরেড কবিতা সিংহ বাবু। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কমরেড লীনা সরকার ও কমরেড জাপানি পরামাণিক। বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। বক্তব্য রাখেন কমরেড অঞ্জলি নন্দী, লক্ষ্মী সরকার ও ঝর্ণা জানা। কমরেড আলপনা চক্রবর্তীকে সম্পাদিকা ও কমরেড সুষমা মাহাতোকে সভানেত্রী করে ৩৭ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর (দক্ষিণ) ঃ ৫ ফেব্রুয়ারি একই দাবিতে এআইএমএসএস-এর পশ্চিম মেদিনীপুর (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বেলদা শহরের গঙ্গাধর অ্যাকাডেমিতে।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দুই শতাধিক প্রতিনিধির শহর জুড়ে মিছিলের পর শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে সম্মেলন শুরু হয়। অতিথি ছিলেন ডাঃ অংশুমান মিত্র, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তপোনেশ দে, শিক্ষিকা সুজাতা জানা এবং বাচিক শিল্পী শঙ্করী গিরি। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত এবং কয়েকজন প্রতিনিধি। দীপালি মাইতিকে সভাপতি ও কণিকা চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে ৪১ জনের কমিটি গঠিত হয়। সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শেষ হয়।

কেরালায় দলের নতুন রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়সন জোসেফ

এস ইউ সি আই (সি)-র কেরালা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপালের গুরুতর অসুস্থতার কারণে নতুন রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জয়সন জোসেফ।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান

দুয়ের পাতার পর

কর্মসূচি উদ্বোধন করেন বন্দর ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বলাই চন্দ্র পাড়ুই।

সম্মেলনে সেচমন্ত্রী, জলসম্পদমন্ত্রী, পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, নদী বিশেষজ্ঞ ডঃ কল্যাণ রুদ্র প্রমুখ বিশিষ্টদের প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করে শোনান কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। আন্দোলন সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন-খরা প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী গৌরীশঙ্কর বাগ। সম্মেলনে দুই মেদিনীপুর জেলার তেরোটি ব্লকের তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে মার্চে ঘাটালে গণঅনশন এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়। সম্মেলন থেকে ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরাকে সভাপতি, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবাশীষ মাইতিকে যুগ্ম সম্পাদক, কানাইলাল পাখিরাকে অফিস সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের এলাকাধীন শিলাবতী নদী ও তার শাখা খালগুলি আগামী বর্ষার পূর্বে সংস্কারের জন্য রাজ্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের দাবি জানিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রকাশিত হয়েছে

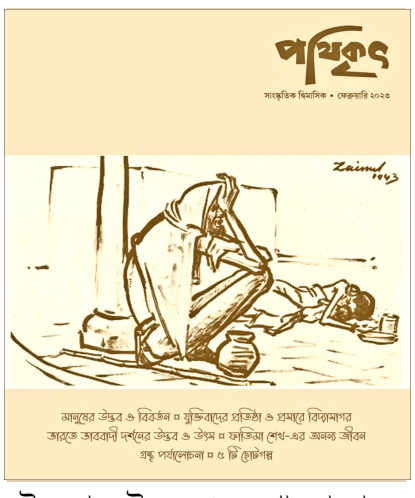

বইমেলায় স্টল ৩৬৯-এ পাওয়া যাচ্ছে

হিমাচল প্রদেশে নেতাজি জয়ন্তী

২২ জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার নৈনিখড়ে বিপুল উৎসাহে ১২৬তম নেতাজি জয়ন্তী উদযাপিত হয়। স্থানীয় হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জগজিৎ আজাদের সভাপতিত্বে পরিচালিত এই অনুষ্ঠানে নেতাজির সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন জয়সী রাম, বিশিষ্ট সমাজকর্মী দীনেশ শর্মা, বিশিষ্ট কবি ও হিমাচল প্রদেশ নেতাজি ১২৫তম জন্মজয়ন্তী কমিটির সম্পাদক সুভাষ সাহিল, নাট্যব্যক্তিত্ব ও লেখক এম খোসলা এবং এমএসএস-এর সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ঋতু কৌশিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শ্রী খোসলা ১৯৩৭ সালে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডালহৌসিতে নেতাজির অবস্থানকালের দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন। চম্বা জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

কলকাতা হাইকোর্টে নেতাজি জন্মদিবস পালিত

২৪ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে লিগাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বব্রত বসুমল্লিক, কোষাধ্যক্ষ জয়দীপ ব্যানার্জী, প্রাক্তন সম্পাদক অমল মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আইনজীবী কল্লোল বসু সহ বহু আইনজীবী, ল-ক্লার্ক ও বিচারপ্রার্থীরা

আন্দামান-নিকোবরে নেতাজি জন্মদিবস পালিত

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটির আহ্বানে দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে ২০০০ কিলোমিটার দূরে নিকোবর দ্বীপে নেতাজির ১২৬তম জন্মবার্ষিকীতে আন্দামানের আদিবাসী জনজাতি গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা নেতাজির স্বপ্নকে সফল করার শপথ নিচ্ছে।

এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন দ্বারা পরিচালিত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ লিটল আন্দামানে।

পুনর্লিখনের নামে ইতিহাসের বিকৃতি

শিক্ষার গৈরিকীকরণের পরিকল্পনার অঙ্গ

(শেষ পর্ব)

ভারতে আর্যদের আগমন মিথ না বাস্তব

ভারতে আর্যদের আগমনের বিষয়টিকে ইতিহাস সিলেবাসে 'মিথ' বা পৌরাণিক কাহিনি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিষয়টির আরও গুরুত্ব এই কারণেই যে, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে সম্প্রতি খড়্গপুর আইআইটি প্রকাশিত 'রিকভারি অব দ্য ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম' নামক ক্যালেন্ডারে আর্যদের আগমনকে 'মিথ' বলে তুলে ধরে বলা হয়েছে, আর্যদের আদি বাসস্থান এ দেশে এবং সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে অস্বীকার করা হয়েছে। আইআইটি-র মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানে তথ্য বিকৃতির এই প্রবণতা সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক শুধু তাই নয়, তা সত্য বিকাশের অন্তরায়। ইতিহাসে এটা প্রমাণিত যে, আর্য ভাষাভাষী উপজাতির মানুষ মধ্য এশিয়ার উঁচু স্তেপভূমিতে বসবাস করত। ভাষাতত্ত্ববিদেরা ইন্দো-ইউরোপীয় উপজাতিদের ভাষাগুলির অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখান, মধ্য এশিয়া ছিল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষাগুলির উৎসস্থল।

এই গোষ্ঠীর ইন্দো-ইরানীয় শাখাকে বোঝাতে আর্য পরিভাষাটি ব্যাবহৃত হয়। এরাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের পূর্বসূরি। কয়েক হাজার বছর ধরে এখান থেকে একটি গোষ্ঠী যায় ইউরোপের দিকে, অন্যটি ইরানের দিকে। পরে ইরানের শাখাটি বিভক্ত হয়ে একটি অংশ উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতভূমিতে প্রবেশ করে। এরাই ভারতীয় আর্যদের পূর্বসূরি (রোমিলা থাপার, দ্য থিয়োরি অব আরিয়ান রেস অ্যান্ড ইন্ডিয়া ঃ হিস্ট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স, ১৯৯৬)।

এরাই ধীরে ধীরে বৈদিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। সিন্ধু ও আর্য সভ্যতা যে এক নয় তা পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক, জিনতত্ত্ব ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রে প্রমাণিত। সিন্ধুতে উন্নত নগরকেন্দ্রিক ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতার সঙ্গে গ্রামকেন্দ্রিক আর্য সভ্যতার যে সামান্যতম মিল নেই এই ঐতিহাসিক সত্যটি প্রমাণিত। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের এই পর্বগুলিকে অস্বীকার করে মনগড়া বিশ্বাসকে ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে।

ইতিহাসের নামে ধর্মীয় বিদ্বেষ

দেশের সমাজ মননে নানা ভাবে মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব জাগ্রত করা ও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এই চিন্তাকে স্থায়ী রূপ দিতে স্কুলপাঠ্যের মতোই উচ্চশিক্ষার সিলেবাসকেও সেই ভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। সময়ক্রম মেনে ইতিহাস তুলে ধরার বদলে সুলতানি সময়কাল, মোগল সাম্রাজ্যের পর্বগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে, নয় তো এমন ভাবে সিলেবাসে নিয়ে আসা হচ্ছে যাতে কোনও সামগ্রিক ধারণা ছাত্রদের মধ্যে গড়ে না ওঠে। সুদীর্ঘ সময়ের মোগল ইতিহাসকে কেবল আফগানদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এবং শিবাজি ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলির সঙ্গে দ্বন্দ্ব এই ভাবে আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। যাতে ছাত্রদের মধ্যে সেই সময়ের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভিত্তি, সামাজিক স্থিতি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের উন্নত মানসিকতার বস্তুনিষ্ঠ ধারণা না গড়ে উঠতে পারে। এই পর্বে রাষ্ট্রকে কেবল ইসলাম ধর্ম প্রসারের মাধ্যম হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যা থেকে মনে হবে তাঁদের রাজনৈতিক অভিযানগুলি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে হয়েছিল। অথচ এই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সমর্থনে কোনও জোরালো প্রমাণ নেই।

আবার রাণা প্রতাপ, শিবাজি, গুরু গোবিন্দ সিং প্রমুখ যাঁরা মোগল শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন তাঁদের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হবে তাঁরা সত্যই জাতীয় বীর। অথচ জাতি, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি ধারণাগুলি সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের সময় গড়েই ওঠেনি। আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে নবজাগরণ ও পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই বোধ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। কারণ অখণ্ড ভারতকে ঘিরে জাতীয়তাবাদী ধারণা যখন এ দেশে গড়েই ওঠেনি তখন তারা জাতির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন বলে দেখানো হচ্ছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ঝাঁসির রানী, নানা সাহেবদের গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁরা কোনও মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে যাননি উপরন্তু মুসলমানকে সম্রাট বলে স্বীকার করেছিলেন। যেহেতু এঁদের ব্যবহার করে মুসলমানবিরোধী মানসিকতার বিকাশ ঘটানো যাবে না তাই এঁদের গুরুত্ব দেওয়া হল না। মারাঠা, রাজপুতদের সঙ্গে মোগলদের লড়াই ছিল রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য, শিবাজির ঘনিষ্ঠ দেহরক্ষীদের মধ্যে মুসলিমরা ছিলেন। আবার মুঘলদের সেনাপতি অনেকেই হিন্দু— এই ইতিহাসকে ছাত্রদের কাছে আড়াল করা হচ্ছে।

একটি পেপারে হিন্দু, মুসলিম দুই আলাদা সম্প্রদায়ের সমাজ, জাতিসত্ত্বার ইতিহাস আনা হয়েছে। ইতিপূর্বে এই বিষয়গুলি কখনও এভাবে আসেনি। সিলেবাস প্রণেতারা যদি এই ভাবে দেখতে চান তা হলে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে সুলতানি শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরামহীন সংঘর্ষের বিষয়গুলিকে এড়িয়ে গেলেন কেন? মৌর্য বংশের শাসন ধ্বংসকারী ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কী ভাবে বৌদ্ধস্তূপগুলিকে ধ্বংস করে, মঠগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে উৎসবের সূচনা করেছিলেন, তা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যে তাঁর কাছে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের মাথা এনে দিতে পারবে তাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা দান করা হবে। একই ভাবে একাদশ শতকে হুন রাজা মিহিরকুলের হাতে বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস ও হত্যার পিছনে প্রধান কারণ ছিল মধ্য এশিয়াতে বাণিজ্য বিস্তারে বৌদ্ধ ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ।

ইতিহাসে মনগড়া ধারণার অনুপ্রবেশ

'হিস্ট্রি অব কমিউনিকেশন ইন ইন্ডিয়া' নামে একটি পেপারে নারদ ও কৃষ্ণের চরিত্র আনা হয়েছে। প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা গাড়ি, এরোপ্লেন ব্যবহার করতেন, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এমনকি গ্রহাণুপুঞ্জে যাতায়াত করতেন। মন্ত্রের জোরে সমুদ্রকে শান্ত করতেন, পাহাড় পর্বতকে উঠিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যেতেন। রামচন্দ্র মন্ত্রের জোরে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে মানুষ নয় কেবল বানরদের নিয়ে পাথরের সেতু বানিয়েছিলেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, টেস্টটিউব বেবি তৈরির প্রযুক্তি তাঁদের জানা ছিল, এই সমস্ত অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিহাসিক, আজগুবি বিষয়গুলিকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সিলেবাসে আনার চেষ্টা হয়েছে।

একই সঙ্গে 'কালচারাল হেরিটেজ ইন ইন্ডিয়া' পেপারে মেলা, খেলা, উৎসব, রিচুয়াল, কুম্ভমেলা, বৈশাখী মেলা, গুরুপূর্ণিমা, রথযাত্রা, গঙ্গাসাগর, দশেরা, দেওয়ালীর পাশাপাশি নিরপেক্ষতার ভান করতে মুসলমানদের আজমির শরিফ দরগা ও ঈদের কথা আনা হয়েছে। পারফর্মিং আর্ট ইউনিটে ভজন, কীর্তন, হরিকথা, গুরুবাণীর কথা বলে তারা গণতান্ত্রিক দেশকে গুরুবাদের দেশে পরিণত করার সামগ্রিক আয়োজন রেখেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা বহু সংস্কৃতির মিলনের মধ্য দিয়ে আজকের ভারতীয় সংস্কৃতির যে বহুত্ববাদী চরিত্র গড়ে উঠেছে সেটা ছাত্রদের সামনে আড়াল করা হয়েছে। বহুধর্মীয় ঐতিহ্যের দেশে সিলেবাস প্রণেতারা কেবল হিন্দু ধর্মের কথা এনে সরাসরি ধর্মীয় আধিপত্যবাদের বিষয়টিকে সামনে এনেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে হিন্দু মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে'।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাসের এই পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আনা হয়েছে। প্রতিটি পেপারে মুখ্যত ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্ট ও আর্কিটেকচার বিষয়গুলিকে আনা হয়েছে। রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে ধর্মীয় মোড়কের আড়ালে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিভাজনের রেখাটি সহজেই টানা যায় ও শাসকের নির্মম শোষণ, অত্যাচারের বিষয়টিকে আড়াল করা সহজ হয়ে উঠে।

হিটলার ইতিহাসের নাৎসিকরণ করেছিল

আমাদের দেশের ইতিহাসের এই পুনর্লিখনের, ধর্মীয়করণের কারণগুলির উৎস অনুসন্ধানের জন্য আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে জার্মানির শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ইতিহাসবিদ উইলিয়াম শিরার তাঁর সাড়া জাগানো 'রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য থার্ড রাইখ' গ্রন্থে হিটলারের শিক্ষানীতির বিশ্লেষণ করে দেখান, কী ভাবে জার্মানিতে নাৎসিবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্য বইগুলিকে অত্যন্ত দ্রুত পুনর্লিখিত ও সিলেবাসকে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। ইতিহাসকে এত বিকৃত করা হয়েছিল যে সেটা হাস্যস্পদ হয়ে পড়ল। হিটলার ক্ষমতায় আসার পরে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ১৯৩৫ সালে 'অ্যানসেস্ট্রাল হেরিটেজ সোসাইটি' গড়ে তুলেছিল। এদের কাজ ছিল নাৎসিরা যে সব তত্ত্ব আমদানি করেছিল তার সপক্ষে প্রমাণ জোগাড় করা। সেদিন এর জন্য তাদের কোনও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন হয়নি। বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মাথার খুলি জোগাড় করে তাদের বর্ণবৈষম্যবাদী তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি খাড়া করা হত। সেদিন জার্মানিতে ইতিহাস বিকৃতির জন্য কেবল সিলেবাসের বই পরিবর্তন করে হিটলারের বাহিনী ক্ষান্ত থাকেনি, সমগ্র জার্মানিতে তাদের অপছন্দের বইগুলিকে পুড়িয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে ধ্বংস করেছিল। আজ আমরা কী দেখছি ভারতে? শুধু কি সিলেবাসের পরিবর্তন করা হচ্ছে? শুধু রবীন্দ্রনাথের, প্রেমচন্দ, মহাশ্বেতা দেবীর রচনাগুলি বাদ দেওয়া হচ্ছে? ইতিহাসবিদদের বইও পোড়ানো হয়েছে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাম একের পর এক বদল করে দেওয়া হচ্ছে। এলাহাবাদ, মুঘলসরাই, ফৈজাবাদ প্রভৃতির নাম বদল করে হিন্দু নামকরণ করা হয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন স্থাপত্যকে গায়ের জোরে গুঁড়িয়ে, ক্ষমতার জোরে আইনি বৈধতা দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির অংশ হিসেবে ইতিহাসের এই সিলেবাস নিয়ে আসার পিছনে আরএসএস সহ হিন্দু সংগঠনগুলির গভীর ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা রয়েছে। সিলেবাসের এই পরিবর্তন সেই পরিকল্পনার অংশ। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়ে সঙ্ঘ পরিবার বলেছিল তাদের কাছে অর্থমন্ত্রকের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল মানবসম্পদ মন্ত্রক। ঐ সময়ে হরি গৌতমকে ইউজিসি-র চেয়ারম্যানের পদে বসিয়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পরিবর্তন শুরু হয়। সেই সময়ে সিলেবাসে পৌরোহিত্য, বাস্তুশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছিল। শিক্ষাব্যবস্থার ভারতীয়করণের নামে স্কুল থেকে শুরু করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ধর্মীয় অন্ধতা ও কুসংস্কারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে সরস্বতী বন্দনা ও বন্দেমাতরম সঙ্গীত চালু করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সঙ্ঘ পরিবার ১৯৫২ সালে উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলাতে সরস্বতী শিশুমন্দির গড়ে তুলেছিল তাদের ইতিহাস ও দর্শন ছোট থেকে ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য। সঙ্ঘ সারা ভারতে বাইশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ ছাত্র ও এক লক্ষ ষাট হাজার শিক্ষক নিয়ে (বিদ্যাভারতীয় ওয়েবসাইট, ২০১৯) শিক্ষা ব্যবস্থার ভারতীয়করণ করে চলেছে। সঙ্ঘের ইতিহাস নির্মাণের তাত্ত্বিক সাভারকার ১৯২৩ সালে 'হিন্দুত্ব' গ্রন্থে লিখেছিলেন 'হিন্দুদের কাছে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা কেবলমাত্র তখনই মূল্যবান হয়ে উঠবে যদি সেখানে তাদের হিন্দুত্ব, তাদের ধর্মীয়, জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিশ্চয়তা

সাতের পাতায় দেখুন

শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীল নক্সা

তিনের পাতার পর

জন্য সরকারি বরাদ্দ ১৯৬৮ সালের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক জিডিপি-র ৬ শতাংশ, যা ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ও ১৯৯২ সালের পর্যালোচনাতে সমর্থন করা হয়েছিল— এর কাছাকাছি কোনওদিন যায়নি (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০, অনুচ্ছেদ ২৬.১)। ১৯৬৮, ১৯৮৬ ও ১৯৯২ সালের যে নথির কথা বলা হয়েছে তা কংগ্রেস রাজত্বের। কংগ্রেসী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এত জেহাদ ঘোষণাকারী মোদিজি কিন্তু এ ব্যাপারে কংগ্রেসের ছেড়ে যাওয়া জুতোতেই পা গলিয়ে স্বস্তি বোধ করলেন। বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি দূরের কথা, তা ক্রমশ কমাতেই থাকলেন। পুঁজিবাদের চূড়ান্ত সংকটের যুগে তার সেবাদাস কোনও দল যে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবা ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে পারে না তারই প্রমাণ পাওয়া গেল।

জিডিপি-র হারের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক। ২০১৯ সাল থেকে শিক্ষার জন্য খরচ এই দেশে জিডিপি—র ২.৯ শতাংশের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। প্রধানমন্ত্রীর সাধের ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার পরেও তা বাড়েনি। চিলি, নরওয়ে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা— এসব দেশে শিক্ষায় খরচ জিডিপি-র ৬ শতাংশ বা তার বেশি। তাতে কি ওই দেশগুলো ভারতের থেকে পিছিয়ে পড়ছে? জাতীয় শিক্ষানীতিতে এবং এই বাজেটে বারবার তাঁরা ভারতকে 'বিশ্বগুরু'-র আসনে বসাবেই দাবি করে যাচ্ছেন। নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত।

কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ যদি ক্রমাগত কমতে থাকে তাহলে শিক্ষায় জিডিপি-র শতাংশ হার বাড়বে কী করে? নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে বাজেটের ৪.৬ শতাংশ শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। ২০১৫-১৬তে তা কমে দাঁড়ায় ৩.৮৮ শতাংশ, এবং এই বরাদ্দ কমতে কমতে ২০২৩-২৪ তা হয়েছে ২.৫ শতাংশ। এই সামান্য অর্থের সিংহভাগ খরচ হবে অনলাইন শিক্ষার পিছনে। প্রসঙ্গত, বিজেপি সরকারের অ্যাজেন্ডায় আছে ন্যাশনাল ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় এ বছরেই প্রতিষ্ঠা করা। ৪জি পরিষেবা ব্যবহার করে 'অ্যাপ' ভিত্তিক শিক্ষার পরিকাঠামো তারা গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছে। তাহলে শ্রেণি-কক্ষ শিক্ষা, পরিকাঠামোর বিকাশ, গবেষণা প্রভৃতির জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে?

সব থেকে অবাক করেছে মিড-ডে মিল বাবদ অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্র। মিড-ডে মিলে শিশু-কিশোরদের মাথাপিছু বর্তমান বরাদ্দ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৫.৪৫ টাকা এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তা ৮.৪৫ টাকা। এই চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির সময়ে তাতে ছাত্রদের মধ্যাহ্নভোজের পাতে কত পুষ্টিকর খাদ্য পড়ে তা বুঝতে কারও অসুবিধা নেই। গ্রামে-শহরে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির খোঁজ রাখলেই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে। গত বছরের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী এই খাতে বরাদ্দ ছিল ১২৮০০ কোটি টাকা, তা বর্তমান বছরের বাজেটে ১১৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১২০০ কোটি টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে আগামী দিনগুলিতে স্কুল ছাত্রদের পাতে কী পড়বে তা ভাবতেও অস্বস্তি হয়। কত হৃদয়হীন হলে তবে একটা সরকার শিশুদের খাবার নিয়ে এমন কাজ করতে পারে! কিন্তু 'মিড-ডে মিল' প্রকল্পকে 'পিএম পোষণ' নামকরণ করতে তাঁরা ভোলেননি। কেবল প্রধানমন্ত্রীর প্রচারের জন্য নির্লজ্জ ব্যবস্থা!

এর পরেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ট্যুইট করে প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই বাজেটকে সর্বসাধারণের শিক্ষার অনুকূলে ও শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের পরিপূরক বলে দাবি করেছেন। তা তিনি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যত প্রশংসাই করুন না কেন, এই বাজেটের ফলে সরকারি অর্থানুকূল্যের অভাবে সরকার-পোষিত সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, কর্পোরেটীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের পথ আরও সুগম হবে। শিক্ষার ব্যয়ভার আকাশচুম্বী হবে, যাদের আর্থিক শক্তি আছে তাদের পরিবারই শিক্ষার আঙিনার মুখ দেখবে, দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণির পরিবারে সন্তান-সন্ততি শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। ভারত সরকার গ্যাটস চুক্তিতে সই করার ফলে শিক্ষার আঙিনাকে বেসরকারি মালিকদের লুঠের জায়গা হিসাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য।

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এই দেশে ক্যাম্পাস খুলতে অনুমতি দেওয়ার নোটিস ইতিমধ্যেই ইউজিসি জারি করেছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতিতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার যে নীল-নক্সা রচিত হয়েছে, ২০২৩-২৪ সালের বাজেট তাকে আইনি রূপ দিতে চাইছে। এই ষড়যন্ত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপদ ডেকে আনবে।

পুনর্লিখনের নামে ইতিহাসের বিকৃতি

ছয়ের পাতার পর

থাকে। নিজেদের দেশ থেকে পালিয়ে এসে এ দেশে আশ্রয় চেয়েছিল যারা কিংবা ভয়ে বা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নিজেদের মহান পথ পরিত্যাগ করে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশধর অথবা বর্বর অনুপ্রবেশকারীদের উত্তরসূরি যারা, যাদের পূর্বপুরুষ আমাদের পবিত্রভূমিকে নষ্ট করেছে, পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছে, হিন্দুরা কখনও সেইসব মানুষের সঙ্গে যৌথভাবে দেশের মালিকানা গ্রহণ করতে পারে না। এ দেশ কখনও তাদের দেশ হতে পারে না। যদি তাদের এ দেশে বাস করতে হয়, তবে হিন্দুস্তান যে শুধুমাত্র হিন্দুদের, আর কারও নয়, এই কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েই থাকতে হবে।'

সঙ্ঘের দ্বিতীয় প্রধান গোলওয়ালকর বলেছিলেন 'দীর্ঘ হিন্দু যুগের ইতিহাস হল ভারতের ইতিহাস। সেই হিন্দু যুগ, কখনও তার অবস্থা স্বাধীন ও গৌরবময়। কখনও ভারতীয় স্বাধীনতা ও সম্মানের স্বার্থে বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। স্বীকার করা হয় না এ সত্যটাও যে, ইতিহাস কাল পরিচিত হয় সে দেশের রাষ্ট্রীয়দের নামেই, রাজারাজড়ার বেশধারী বিদেশি তস্কর ও একনায়কতন্ত্রীদের নামে নয়' (বাঞ্চ অব থটস)। আরএসএস যে হিটলারকেই তাদের আদর্শ বলে মনে করত তার প্রমাণ মেলে গোলওয়ালকরের লেখাতে, 'জার্মানদের জাতিত্বের গর্ব আজ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। নিজেদের সংস্কৃতিকে কলুষমুক্ত করতে জার্মানি গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে সেমিটিক জাতি ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছে। জার্মানি এটা প্রমাণ করেছে যে, নিজস্ব ভিন্ন শিকড় আছে এমন জাতি বা সংস্কৃতি একসঙ্গে মিশে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা তৈরি করা অসম্ভব। এই শিক্ষা হিন্দুস্তানে আমাদের গ্রহণ করা এবং তার থেকে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন (ওই)। হিটলারের নীতিগুলিকে সেদিন আরএসএস সমর্থন করেছিল। এই নাৎসি ধাঁচাতেই সংগঠনটি তাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি তৈরি করেছে।

হিন্দু ধর্মভিত্তিক ইতিহাস লেখবার জন্য সঙ্ঘের শাখাটির নাম 'অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা' যা ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৩৫০টি প্রকাশনায় সারা ভারতের পাঁচশোর বেশি অধ্যাপক এই ইতিহাস পুনর্লিখন কাজের সঙ্গে যুক্ত। সম্প্রতি এই সংগঠনটির অনুষ্ঠানে গিয়েই মানবসম্পদ বিকাশমন্ত্রী নতুন ইতিহাস চালুর কথা বলেছেন। একই ভাবে সঙ্ঘ 'ভারতীয় পুরাণ অধ্যয়ন সংস্থা' নামে নতুন একটি সংস্থা গঠন করেছে 'পুরাণ অন্তর্গত ইতিহাস প্রকল্প' লিখতে। সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিকাল রিসার্চ ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর অধিকর্তার পদে বসানো হয়েছে।

একইভাবে সঙ্ঘের বিজ্ঞান শাখা 'বিজ্ঞান ভারতী' প্রায় তিরিশটি রাজ্যে বিজ্ঞান-দর্শন প্রচারের কাজে নিযুক্ত। ২০১৫ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সঙ্ঘের বিজ্ঞান চর্চা ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অন্ধতাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার নমুনা প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি শিবপুরের আইআইইএসটিতে ছাত্রদের ইন্ডাকসন অনুষ্ঠানে গীতা পাঠের উপরে সেমিনার করা শুধু নয় বেদ বেদাঙ্গ ও পুরাণের উপরে কুইজ প্রতিযোগিতার আসর বসানো হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারি মঞ্চে দাঁড়িয়েই একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারী ইতিহাস লেখার ডাক দিচ্ছেন। ঐতিহাসিক স্থানের নাম পরিবর্তন করে একটি জাতির ইতিহাস পরিবর্তন করা যায় না। 'আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, একটি দেশের ইতিহাস হল সেই দেশের জাতীয় স্মৃতি। কারও যদি স্মৃতি লোপ পায় তাতে তাঁর জীবনে যেমন বিপদ নেমে আসে, একইভাবে কোনও দেশের জাতীয় স্মৃতি বা ইতিহাস যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে সেই জাতিরও সমূহ বিপদ।' সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি আয়োজিত একটি সর্বভারতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর ইরফান হাবিব এই কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, 'কোনও বিষয় নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে কোনও রকম আপস চলে না।' তাঁর মতে অতীত সম্পর্কে জ্ঞান হবে সুসংহত ও সঠিক।

ইতিহাস কেবল শাসক, রাজা, সম্রাটদের নয়, সমাজের উৎপাদনের সাথে যুক্ত সাধারণ মানুষেরও। ইচ্ছামতো কোনও ঘটনাকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া যায় না। পাকিস্তান তাদের দেশে ইতিহাস শুরু করেছে মহম্মদ বিন কাসেমের সময় থেকে, যার দ্বারা ঐসলামিক সিন্ধপ্রদেশের জন্ম হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে বর্তমানে পাকিস্তানের ছায়া পড়েছে।' আমাদের দেশের ইতিহাসকেও এই ভাবে বিকৃত করা হচ্ছে এবং এই পরিবর্তনগুলি সবই করা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই। এই বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে রক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় কুলতলির গোপালগঞ্জ লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড রুহিতোষ পৈলান ২৮ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী এবং লোকাল সম্পাদক কমরেড শংকর নস্কর, কমরেড রতন নস্কর, কমরেড সহদেব মণ্ডল ও অন্যান্য সাথীরা।

১৯৬৭ সালে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে কংগ্রেসি জোতদারদের বিরুদ্ধে ভাগচাষি আন্দোলনের একজন সৈনিক হিসেবে দলের সাথে যুক্ত হন কমরেড রুহিতোষ পৈলান। গরিব চাষিদের জন্য তাঁর দরজা ছিল অবারিত। তিনি পার্টির বই, মুখপত্র গণদাবী নিয়মিত পড়তেন। সহজ ভাষায় নিরক্ষর মানুষদের দলের বক্তব্য বোঝাতে পারতেন। দলমত নির্বিশেষে নানা ধরনের মানুষ তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য নিতেন। একসময় তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ কুলতলির কমরেডদের প্রত্যেক বাড়ির একটি ছেলেকে দলের জন্য দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি তাঁর বড় ছেলেকে দলের কাজে যুক্ত করেন এবং দায়িত্বশীল কর্মীতে পরিণত করেন। তাঁর বাড়ি ছিল এলাকার সমস্ত কমরেডের নিজের বাড়ি। এরকম সহৃদয়, গরিবদরদি কমরেডের প্রয়াণে দল একজন একনিষ্ঠ সংগঠককে হারাল।

কমরেড রুহিতোষ পৈলান লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বাল্যবিবাহ বন্ধের নামে জনসাধারণের
ঐক্য ও সংহতি নষ্টের হীন চক্রান্ত আসামে

বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে আসামে যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

আসামের বিজেপি সরকার রাজ্যের জনগণের সার্বিক উন্নতি ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কৃষি, শিল্প উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের পরিবর্তে একের পর এক অর্থহীন ও চমকের রাজনীতি করে যাচ্ছে।

গভীর উদ্বেগের সাথে আমরা লক্ষ করছি, এর ফলে রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণ বাঁচার সকল অবলম্বন হারিয়ে টিকে থাকাই অসম্ভব বলে মনে করছেন। গভীর ক্ষোভের সাথে আমরা লক্ষ করছি, এই সরকার রাজ্যের আপামর জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্য এবং সংহতি ভেঙে দিতে নানা মনগড়া, ভিত্তিহীন আশঙ্কার জন্ম দিয়ে জনগণকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। সেই সাথে সকল জনগণের ঐক্য, সংহতি এবং জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে চুরমার করে দিতে একের পর এক বিভাজনমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমরা দৃঢ়তার সাথে দাবি করছি, এই সর্বনাশা পথ পরিহার করে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সকল শ্রেণির জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করুক। রাজ্যে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করুক।

সকল জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, এই দাবি কার্যকর করতে ও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আন্দোলন সংগঠিত করুন। আমাদের দাবি, বাল্যবিবাহের সমস্যা শিশুশ্রমের মতোই একটি বড় সামাজিক সমস্যা। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অভাব থেকেই উদ্ভুত এই সমস্যা কেবল আসামেই নয়, সারা দেশেই রয়েছে। তাই শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চেতনার মানোন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেই একে মোকাবিলা করা সম্ভব। পুলিশি ধরপাকড় চালিয়ে, জেলবন্দি করে জনগণকে সন্ত্রস্ত করে, হাজার হাজার অসহায় নারী এবং শিশুদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমরা মনে করি প্রশাসনিক পদক্ষেপের নামে যা করা হচ্ছে তা অমানবিক, নিষ্ঠুর এবং চূড়ান্ত হৃদয়হীন কাজ। আসাম বিজেপি সরকারের প্রতি তাই আমাদের দাবি— হাজার হাজার গরিব মানুষকে জেলবন্দি রাখার স্বৈরাচারী পথ পরিত্যাগ করে শিক্ষা ও সমাজ চেতনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হোন। আসামের সকল শ্রেণির জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, এই কার্যকলাপ বন্ধে সোচ্চার হোন ও এর বিরুদ্ধে তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলুন।

সকল নারীর শিক্ষা ও কাজের সুযোগ, নারী ও শিশুদের অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত ও পাচার বন্ধ, গণমাধ্যমে অশ্লীলতার প্রচার ও পর্নোগ্রাফি বন্ধ, মদ ও মাদক নিষিদ্ধ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রদ এবং আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-আইসিডিএস সহ স্কিম কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ২৫ হাজার টাকা করার দাবিতে

পার্লামেন্ট অভিযান

১৪ ফেব্রুয়ারি, বেলা ১২টা

এ আই এম এস এস, অল ইন্ডিয়া কমিটি

কলকাতা বইমেলায় গণদাবী

স্টল নং ৩৬৯

পূর্ব মেদিনীপুরে সারের কালোবাজারি বন্ধের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ

৩১ জানুয়ারি, রামনগর-২ কৃষি দফতরে সারা ভারত কিষান ও খেতমজদুর সংগঠনের রামনগর শাখা কমিটির উদ্যোগে শতাধিক চাষি রামনগর-২ ব্লকের বালিসাই কিষান মান্ডিতে ধান কেনার জন্য অতিরিক্ত ধান মিল মালিক দাবি করার প্রতিবাদে চাষিরা বিক্ষোভ দেখান ও কৃষি আধিকারিককে ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘ সময় ধান বিক্রি বন্ধ থাকে। শেষ পর্যন্ত চাষিদের দাবি মেনে নিলে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ, রাধাশ্যাম শীট, চন্দন পাহাড়ী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পঞ্চানন প্রধান। জেলার কৃষক নেতা জগদীশ সাউ জানান, জেলার সর্বত্র প্রশাসনের উদাসীনতায় সারের কালোবাজারি চলছে। সারের দাম ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা বেশি সহ ট্যাগিং করে অনুখাদ্য কিনতে বাধ্য করছেন ব্যবসায়ীরা। এ দিন বালিসাই কৃষি আধিকারিক নিজে সারের দোকানে উপস্থিত থাকবেন এবং চাষিদের ন্যায্য মূল্যে সার কিনতে সাহায্য করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন।

হাওড়ায় শিক্ষা কনভেনশন

৪ ফেব্রুয়ারি হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে এআইডিএসও হাওড়া সদর জেলা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক শিক্ষা ও সমাজ জীবনের নানা সঙ্কট সহ জাতীয় শিক্ষানীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন ও শিক্ষার উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে এবং সারা জেলা জুড়ে এই আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ছাত্রদের আহ্বান জানান। কমরেড সুদীপ দত্তকে আহ্বায়ক করে ১৪ জন সদস্যের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

হরিশ্চন্দ্রপুরে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের বিডিও দফতর অভিযান

৬ ফেব্রুয়ারি মালদায় সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ইনচার্জ সাথী চৌধুরী, রাজ্য কমিটির পক্ষে রুবিনা চৌধুরী, স্থানীয় নেতৃত্ব আজগরী খাতুন, সান্ত্বনা দাস, রোশনারা বেগম, মাজেদা বিবি প্রমুখ। শহিদ মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়ে কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে বিডিও দপ্তরে পৌঁছায়। বিডিওর অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিও ডেপুটেশন নেন। তিনি আশ্বাস দেন, মিড-ডে মিল কর্মীদের পোশাক, বাসনপত্র, প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন, মিড ডে মিল কর্মীদের রান্না ছাড়া অন্য কাজ না করানোর বিষয়গুলি দেখবেন। বাকি দাবিগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠাবেন।

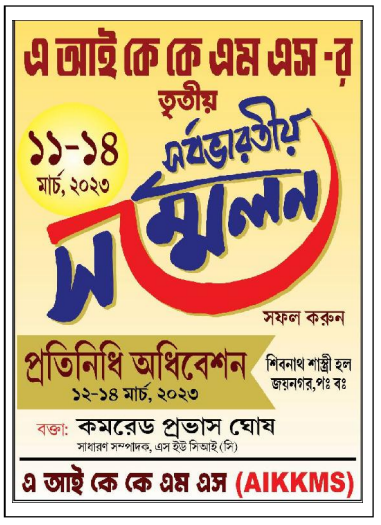

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com